https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

নারীত্বের নবদিগন্ত: নজরুলের নির্বাচিত গল্পের সমাজতাত্ত্বিক প্রাসঙ্গিকতা

Riya Saha[1]

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পে নারীদের বৈপ্লবিক রূপায়ণ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মূলত তাঁর 'ব্যথার দান' সংকলনের 'হেনা' এবং 'বাদল-বরিষণে' গল্প দুটির ওপর ভিত্তি করে এই আলোচনা পরিচালিত। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, যখন বাঙালি সমাজ কঠোর সংস্কার ও প্রথায় আবদ্ধ ছিল, তখন নজরুল এমন কিছু নারী চরিত্র প্রবর্তন করেন যারা পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজেদের পরিচয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

'হেনা' চরিত্রটি একজন 'বীরাঙ্গনা'র প্রতিচ্ছবি, যিনি রোমান্টিক আবেগের চেয়ে সত্য এবং দেশপ্রেমকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বিদ্রোহ প্রকাশ পায় অনুভূতির অকপট প্রকাশে এবং একজন নৈতিক পথপ্রদর্শক হিসেবে, যিনি পারিবারিক সুখের চেয়ে জাতীয় স্বার্থে ত্যাগ স্বীকারকে বড় করে দেখেছেন।

অন্যদিকে, 'বাদল-বরিষণে' গল্পের কাজরী চরিত্রটি বর্ণবাদ (Colorism) এবং সমাজের চাপিয়ে দেওয়া সৌন্দর্যের মানদণ্ডের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিদ্রোহের প্রতীক। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে প্রকৃত সৌন্দর্য মানুষের অন্তরে থাকে এবং আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে সে 'করুণা' মিশ্রিত ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে।

এই গবেষণাটি চরিত্রগুলোর বর্তমান সময়ের প্রাসঙ্গিকতাকেও গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছে। হেনার চারিত্রিক দৃঢ়তা আধুনিক যুগের 'সম্মতি' (Consent) এবং নারীর স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিফলন; অন্যদিকে কাজরীর লড়াই আজকের 'বডি পজিটিভিটি' আন্দোলন এবং গায়ের রঙের বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের সাথে সমান্তরাল। পরিশেষে বলা যায়, নজরুলের সাহিত্য নারীকে সামাজিক পরিবর্তন, মানসিক শক্তি এবং আত্মমর্যাদার এক সক্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে।

মূলশব্দ: কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহী নারী, বর্ণবাদ, পিতৃতন্ত্র, আত্মমর্যাদা, সম্মতি।

কাজী নজরুল ইসলামের গল্প তাঁর কাব্যপ্রতিভার মতোই দ্রোহ, প্রেম এবং মানবিকতার এক অনন্য সংমিশ্রণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন বাঙালি সমাজ সংস্কারের নিগড়ে বন্দি ছিল, তখন নজরুল তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এমন কিছু নারী চরিত্রের অবতারণা করেন, যারা প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে আত্মপরিচয় ও অধিকারের কথা বলেছে। নজরুলের 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গগত 'হেনা' ও 'বাদল বরিষনে' গল্প দুটি এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, যেখানে তাঁর বৈপ্লবিক নারীভাবনার সার্থক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। নজরুলের গল্পে নারী কেবল ঘরোয়া কর্তব্যে সীমাবদ্ধ কোন অবলা চরিত্র নয়, বরং সে একাধারে প্রেমিকা, বীরাঙ্গনা এবং আত্মসচেতন সত্তা। 'হেনা' গল্পে আমরা দেখি এক সাহসী আফগান তরুণীকে, যার চারিত্রিক দৃঢ়তা

AIJITR - Volume - 3, Issue - I, Jan-Feb 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

1 Ph.D. Scholar, Dept. of Bengali, The University of Burdwan, West Bengal, India
DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.I.2026.207-211
AIJITR, Volume 3, Issue –I, January-February, 2026, PP. 207-211
Received on 25th February, 2026 & Accepted on 27th February, 2026, Published: 28th February, 2026

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

গল্পের নায়ক সোহরাবের জীবনদর্শনকে আমূল বদলে দেয়। যুদ্ধের ভয়াবহতা, গোলা-বারুদের গন্ধ আর রক্তের লালিমা যেখানে মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে, সেখানে হেনা দাঁড়িয়ে আছে এক ধ্রুবতারার মতো। সে সোহরাবের প্রেমের প্রস্তাবে আবেগতাড়িত হয়ে মিথ্যা উত্তর দেয়নি, বরং অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, "সোহরাব, আমি যে এখনও তোমায় ভালোবাসতে পারিনি!"[১] এই যে নিজের হৃদয়ের সত্যকে দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করার সাহস, এটিই নজরুলের দৃষ্টিতে নারীর প্রথম ও প্রধান বিদ্রোহ। হেনা সোহরাবকে কেবল ব্যক্তিগত প্রেমের গণ্ডিতে আটকে রাখতে চায়নি; সে চেয়েছে সোহরাব যেন দেশের বীর শহিদদের তালিকায় নিজের নাম লেখায় এবং আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করে। সোহরাবের বয়ানেই উঠে আসে হেনার সেই বলিষ্ঠ রূপ— "আমি বুঝলুম, সে বীরাঙ্গনা, আফগানের মেয়ে।"[২]

নজরুলের 'হেনা' গল্পটি কেবল একটি প্রেমকাহিনী নয়, বরং এটি নারীর দেশপ্রেম, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আত্মমর্যাদার এক অনন্য আখ্যান। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হেনা নজরুলের 'বীরাঙ্গনা' সত্তার সার্থক রূপায়ণ, যে প্রচলিত রোমান্টিকতার ছাঁচে নিজেকে বন্দি না রেখে জীবনের বৃহত্তর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে শিখিয়েছে। এই গল্পের প্রেক্ষাপট বিস্তৃত হয়েছে ফ্রান্সের যুদ্ধের পরিখা থেকে শুরু করে বেলুচিস্তানের রুক্ষ মরুভূমি এবং কাবুলের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত। হেনার চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে নজরুলের সেই বলিষ্ঠ নারী ভাবনার স্বরূপটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। হেনার চরিত্রের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অদম্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সত্যনিষ্ঠা। একজন নারী যে সামাজিক ও পুরুষতান্ত্রিক চাপে নতিস্বীকার না করে নিজের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থাকে অকপটে স্বীকার করতে পারেন, হেনা তাঁর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সোহরাবের বয়ানেই আমরা জানতে পারি যে, হেনা তাঁর এই সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে সোহরাবের জীবনের মোহকে চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এমনকি সোহরাব যখন দীর্ঘ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে পেশোয়ারে হেনার দেখা পান, তখনও হেনার চোখে ছিল অশ্রু, কিন্তু কণ্ঠে ছিল সেই একই সত্যের প্রতিধ্বনি।

হেনার চরিত্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর দেশপ্রেম এবং আদর্শবোধ। নজরুল হেনাকে কেবল একজন প্রেমিকা হিসেবে দেখেননি, বরং তাঁকে দেখেছেন সোহরাবের জীবনের নৈতিক শক্তি হিসেবে। সোহরাব যখন 'মুক্ত দেশের আগুনে' ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলেন, তখন হেনা তাঁকে বাধা দেননি, বরং সোহরাবের সেই ইচ্ছাকে 'রক্তের উষ্ণতা' এবং 'মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরা' বলে অভিহিত করেছিলেন যদি না তার পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। হেনার কাছে প্রেমের চেয়েও বড় ছিল কর্তব্য এবং আত্মত্যাগ। যখন আমির হাবিবুল্লাহ খাঁ শহিদ হলেন এবং সোহরাব স্বদেশের হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখনই হেনার আসল বীরাঙ্গনা রূপটি প্রকাশিত হয়। সে সোহরাবকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে— "সোহরাব প্রিয়তম! তাই যাও! আজ যে আমার বলবার সময় হয়েছে, তোমায় কত ভালোবাসি!"[৩] হেনা সোহরাবকে বীরের বেশে দেশের সেবায় উৎসর্গ করতে চেয়েছেন, আর এটিই নজরুলের দৃষ্টিতে নারীর শ্রেষ্ঠ মহিমা। হেনার চরিত্রের গভীরতা বোঝা যায় তাঁর অটল ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। সোহরাব হেনার এই রূপ দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান এবং প্রশ্ন তোলেন— "কী করে তবে নিজেকে এমন করে চাপা দিয়ে রেখেছিলে হেনা? কী অটল ধৈর্যশক্তি তোমার!"[৪] হেনা জানতেন কখন নিজের প্রেমকে প্রকাশ করতে হয় এবং কখন তাকে কর্তব্যের আড়ালে ঢেকে রাখতে হয়। নজরুলের ভাষায়— "কোমলপ্রাণা রমণী সময়ে কত কঠিন হতে পারে!"[৫] হেনার এই কাঠিন্য নিষ্ঠুরতা নয়, বরং তা এক ধরণের নৈতিক উচ্চতা। সে সোহরাবকে অলস গৃহসুখের হাত থেকে বাঁচিয়ে এক উচ্চতর জীবনের পথে চালিত করেছে। এমনকি সোহরাব যখন যুদ্ধের ময়দানে মারাত্মকভাবে জখম হন, হেনা ছায়ার মতো তাঁর অনুসরণ করেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পাশে থাকেন।

'হেনা' গল্পের মাধ্যমে নজরুল প্রমাণ করেছেন যে, নারী কেবল সেবিকা বা ভোগের বস্তু নয়; সে পুরুষের কর্মপ্রেরণা এবং সংগ্রামের সাথী। হেনা চরিত্রটি বর্তমানেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা এবং দেশের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরে। হেনার সেই 'না' বলার সাহস এবং সোহরাবের মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধাকে নিজের ব্যক্তিত্বের তেজে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় বিদ্রোহী নারী চরিত্রে উন্নীত করেছে। নজরুল এই গল্পের মাধ্যমে যে বার্তা

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

দিয়েছেন তা হল— সত্যকার ভালোবাসা মানুষকে দুর্বল করে না, বরং তা দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে শক্তি জোগায়। হেনা কেবল একটি নাম নয়, সে নজরুলের আদর্শে গড়া এক অদম্য বীরাঙ্গনার প্রতীক।

অন্যদিকে, 'বাদল বরিষনে' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান, যেখানে বৃষ্টির ঝমঝমানি সুরের সাথে মিশে আছে এক নারীর গভীর আত্মজিজ্ঞাসা, অভিমান এবং বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে এক নীরব বিদ্রোহ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাজরিয়া বা শ্যামলী নজরুলের এমন এক সৃষ্টি, যে তার বাহ্যিক রূপের সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে অন্তরের সৌন্দর্যের জয়গান গেয়েছে। এই গল্পে নজরুল দেখিয়েছেন কীভাবে একটি নারীর 'কালো' গায়ের রঙ সমাজের চোখে তাকে হীনম্মন্য করে তোলে, কিন্তু তার অবদমিত আত্মা সেই হীনতাকে অস্বীকার করে এক তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কাজরিয়ার এই বিদ্রোহ কেবল রূপের সৌন্দর্যের অভাবের বিরুদ্ধে নয়, বরং সমাজের সেই সংকীর্ণ মানসিকতার বিরুদ্ধে, যা বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে মানুষকে বিচার করে। সে মনে করে, "সত্য-সৌন্দর্য বাইরে নয়, ভিতরে—দেহে নয়, অন্তরে।"[৬] কাজরিয়ার এই আত্মমর্যাদাবোধ তাকে এক ট্র্যাজিক চরিত্রে রূপান্তর করে, যেখানে সে তার ভালোবাসার মানুষের স্নেহকে 'করুণা' মনে করে প্রত্যাখ্যান করে আত্মসম্মান বজায় রাখতে চায়।

কাজরিয়ার বিদ্রোহী সত্তার প্রথম লক্ষণটি ফুটে ওঠে তার আত্মমর্যাদাবোধের মধ্যে। সে সাধারণ কোন গ্রাম্য তরুণী নয়; তার রূপ যেন শিল্পীর হাতে 'কালো পাথর-কোঁদা দেবীমুখের মতো নিটোল'। কিন্তু সমাজের দীর্ঘদিনের কুসংস্কার তাকে শিখিয়েছে যে 'কালো মানুষ' মানেই সে অস্পৃশ্য বা অনাদরণীয়। তাই গল্পের নায়ক শ্যামল যখন তার প্রতি অনুরাগী হয়, তখন কাজরিয়া তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তার মনে হয়, এই ভালোবাসা হয়তো কোন করুণা বা দয়া। সে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় নিজের অধিকার ও মর্যাদার কথা বলে— "ও তো আমার অপমান নয়, ও যে আমার ভালোবাসার অপমান; তা কেউ সইতে পারে না।"[৭] নজরুলের এই নারী চরিত্রটি প্রমাণ করে যে, একজন নারীর কাছে তাঁর আবেগের পবিত্রতা তাঁর জীবনের চেয়েও বড়। এই গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হল রূপস্রষ্টার বিরুদ্ধে কাজরিয়ার বিদ্রোহ। কাজরিয়া যখন বুঝতে পারে যে কেউ তাকে ভালোবেসেছে, তখন তার সারা জনমের চাপা অভিমান এক প্রবল হাহাকারে ফেটে পড়ে। সে তার এই কালো রূপের জন্য সরাসরি তার সৃষ্টিকর্তাকে দায়ী করে এবং প্রশ্ন তোলে— "কেন আমাকেই কি সারা দুনিয়ার মাঝে এমন করে কালো কুৎসিত করে সৃষ্টি করতে হয়?"[৮] তার বিদ্রোহের মূল সুরটি হল— যদি তাকে কালো করেই সৃষ্টি করা হয়েছে, তবে কেন তার অন্তরে এমন 'আলোর মতো ভালোবাসা' দেওয়া হলো? এই দ্বন্দ্বটি মূলত একবিংশ শতাব্দীর সেই মানসিক সংকটের প্রতিফলন, যেখানে মানুষ তার বাহ্যিক অবয়ব আর অন্তরের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক অদৃশ্য দেওয়াল অনুভব করে। কাজরিয়া এখানে কেবল একটি মেয়ে নয়, সে বর্ণবাদের শিকার হওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি যারা প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

কাজরিয়া শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে যে দেহে নয়, বরং অন্তরেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে থাকে। তবে এই উপলব্ধিটি তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক ছিল। সে তার প্রিয়তমকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছিল কারণ সে তার ভালোবাসার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি। নজরুলের ভাষায়, কাজরিয়া ছিল 'চাপা অভিমানী'। এই অভিমান আসলে সমাজের সেই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ, যা কেবল ফর্সা গায়ের রঙকে সুন্দরের মাপকাঠি মনে করে। কাজরিয়ার এই বিদ্রোহ তাকে একাকীত্বের এক শিখরে নিয়ে যায়, যেখানে সে কেবল বৃষ্টির কান্নার মাঝেই নিজের প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। গল্পের ট্র্যাজিক পরিণতিতে আমরা দেখি কাজরিয়ার মৃত্যুঞ্জয়ী রূপ। সে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে শ্যামলের ভালোবাসাকে স্বীকার করে নেয় এবং অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে বিদায় নেয়। সে বলেছে— "তোমার এই বুক-ভরা ভালোবাসার পরিপূর্ণ গৌরব নিয়ে আমায় বিদায় নিতে দাও।"[৯] নজরুলের দৃষ্টিতে কাজরিয়ার এই প্রস্থান পরাজয় নয়, বরং এক পরম বিজয়। সে তার ভালোবাসার গৌরবকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যুকে বেছে নিয়েছে, কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদাকে কালিমালিপ্ত হতে দেয়নি।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

'বাদল বরিষনে' গল্পে কাজরিয়া চরিত্রটির মাধ্যমে নজরুল আমাদের একবিংশ শতাব্দীর 'কালারিজম' বা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন। কাজরিয়া আমাদের শেখায় যে, সমাজের চাপিয়ে দেওয়া হীনম্মন্যতাকে ঝেড়ে ফেলে নিজের সত্তাকে চেনা এবং ভালোবাসার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। তার সেই 'অশ্রুর ডোরে বাঁধা' বিরহী সত্তা আজও বর্তমান সমাজের সেই নারীদের কথা বলে, যারা প্রতিদিন বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখছে।

বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে নজরুলের এই দুই নারী চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম। আজকের নারী যখন কর্মক্ষেত্রে, যুদ্ধে কিংবা রাজনীতিতে নিজের অবস্থান পোক্ত করছে, তখন হেনার মতো দেশপ্রেমিক ও নীতিবান নারীর আদর্শ তাকে প্রেরণা জোগায়। আবার কাজরিয়ার মতো চরিত্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, গায়ের রঙ বা শারীরিক গঠন মানুষের পরিচয় হতে পারে না; বরং নারীর অন্তরের শক্তি ও তার আত্মমর্যাদাই তার প্রকৃত অলংকার। নজরুলের এই বিদ্রোহী নারী সত্তাগুলি যুগের গণ্ডি পেরিয়ে আজকের স্বাধীনচেতা নারীদের অগ্রদূত হিসেবে প্রতিভাত হয়। নজরুল আজ থেকে একশ বছর আগে নারীর অধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং বাহ্যিক সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে মানসিক সৌন্দর্যের যে জয়গান গেয়েছেন, তা আজকের নারী জাগরণের মূল স্তম্ভগুলোর সাথে মিলে যায়। নজরুলের কালজয়ী নারীচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই কিভাবে হেনা ও কাজরিয়ার মতো চরিত্ররা আজও আমাদের সমাজের প্রতিটি আত্মসচেতন নারীর হৃদয়ে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে।

বর্তমান যুগে 'কনসেন্ট' বা নারীর সম্মতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে। 'হেনা' গল্পে নজরুল এই আধুনিক চেতনার বীজ বপন করেছিলেন অনেক আগেই। সমাজ বা কোন পুরুষতান্ত্রিক চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে নিজের মনের সত্যকে স্বীকার করা আজকের দিনের নারীর জন্য এক বড় শিক্ষা। হেনা সোহরাবকে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে তার এই আবেগ স্রেফ 'রক্তের উষ্ণতা', যা কোন মহৎ জীবনবোধের পরিচয় দেয় না। বর্তমানে নারীরা যখন নিজেদের ক্যারিয়ার, বিয়ে বা সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে চায়, তখন হেনার এই বলিষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। 'বাদল বরিষনে' গল্পের মূল ভিত্তি হল গায়ের রঙের কারণে নারীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট। কাজরিয়া বা শ্যামলী তার কালো রঙের কারণে নিজেকে অবহেলিত মনে করেছে এবং তার রূপস্রষ্টার কাছে প্রশ্ন তুলেছে— কেন তাকে এমন অন্ধকারে আলোর মতো ভালোবাসা দেওয়া হল। বর্তমান সমাজেও 'কালারিজম' বা বর্ণবৈষম্য এক গভীর ব্যাধি। আজও বিজ্ঞাপনী দুনিয়া ও বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফর্সা গায়ের রঙকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। আধুনিক যুগে 'বডি পজিটিভিটি' বা নিজের শারীরিক গড়নকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করার যে আন্দোলন চলছে, নজরুল কাজরিয়া চরিত্রের মাধ্যমে তার এক আদি রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। কাজরিয়ার সেই 'চাপা অভিমান' আসলে সমাজের সেই অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধেই এক নীরব প্রতিবাদ।

বর্তমান সময়ে নারীরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু করে প্রশাসনের উচ্চপদে সাফল্যের সাথে কাজ করছে। নজরুল তাঁর 'হেনা' গল্পে নারীকে কেবল এক কোমলমতি প্রেমিকা হিসেবে দেখাননি, বরং দেখিয়েছেন এক অদম্য 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে। হেনা সোহরাবকে ঘরোয়া সুখের গণ্ডি থেকে বের করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যুদ্ধে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, প্রেম মানুষকে অলস করে না, বরং দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে শেখায়। আজকের যুগে যে নারীরা সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করছেন বা সমাজ সংস্কারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের মাঝে হেনার সেই কঠোর অথচ মমতাময়ী বীরাঙ্গনা সত্তা বিদ্যমান।

কাজরিয়া চরিত্রের মাধ্যমে নজরুল দেখিয়েছেন যে নারীর কাছে তাঁর আত্মসম্মান যেকোনো প্রেমের চেয়ে বড়। সে শ্যামলের স্নেহকে 'করুণা' মনে করে প্রত্যাখ্যান করার যে সাহস দেখিয়েছে, তা নারীর আত্মমর্যাদার এক অনন্য উদাহরণ। সে নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে তার ভালোবাসার গৌরবকে রক্ষা করার মাধ্যমে, এমনকি তার জন্য তাকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হলেও। বর্তমানে যেখানে মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মপরিচয়ের সংকট নারীদের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ, সেখানে নজরুলের এই চরিত্রগুলো শিখিয়ে দেয় কিভাবে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হয় এবং সমাজের চাপিয়ে দেওয়া হীনম্মন্যতাকে জয় করতে হয়।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কাজী নজরুল ইসলামের গল্পে নারীভাবনার যে স্বরূপ আমরা 'হেনা' এবং 'বাদল বরিষনে' গল্প দুটির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করলাম, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অম্লান বৈপ্লবিক অধ্যায়। নজরুল কেবল তাঁর কবিতার ছন্দে বিদ্রোহী ছিলেন না, বরং তাঁর গল্পের প্রতিটি নারী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বুননেও তিনি প্রথাগত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বিদ্রোহের বীজ রোপণ করেছিলেন। নজরুলের নারীভাবনা কেবল রোমান্টিকতা ও করুণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বরং তা গড়ে উঠেছিল নারীর আত্মমর্যাদা, বীরত্ব এবং সত্যনিষ্ঠার ওপর। 'হেনা' গল্পের মাধ্যমে নজরুল প্রমাণ করেছেন যে, প্রেম মানুষকে কেবল ঘরমুখো করে না, বরং তা দেশপ্রেম ও কর্তব্যের পথে উদ্বুদ্ধ করার এক অদম্য শক্তি। হেনার মতো বীরাঙ্গনা চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, একজন নারী তাঁর ব্যক্তিগত আবেগকে বিসর্জন দিয়ে কিভাবে প্রিয়তমকে দেশের তরে শহিদ হওয়ার প্রেরণা দিতে পারেন। হেনার সেই অটল ধৈর্য এবং 'ভালোবাসতে পারিনি' বলার যে অনন্য সততা, তা সমকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্বাধীন ইচ্ছার এক চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে পরিগণিত হয়। নজরুলের দৃষ্টিতে হেনা কোন সাধারণ প্রেমিকা নন, তিনি একাধারে নির্দেশিকা এবং সংগ্রামের সাথী।

অন্যদিকে, 'বাদল বরিষনে' গল্পের কাজরিয়া বা শ্যামলী চরিত্রের মধ্য দিয়ে নজরুল বর্ণবাদের মতো এক অন্ধকার সামাজিক ব্যাধির মূলে আঘাত করেছেন। গায়ের রঙের কারণে সৃষ্ট হীনম্মন্যতাকে জয় করে কাজরিয়া যেভাবে তাঁর অন্তরের সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তা বিশ্বজনীন নারী জাগরণের এক সার্থক প্রতিফলন। কাজরিয়ার বিদ্রোহ ছিল তাঁর নিজের রূপস্রষ্টার বিরুদ্ধে এবং সেই সমাজের বিরুদ্ধে যা কেবল বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে মানুষকে বিচার করে। তাঁর এই 'চাপা অভিমান' এবং ভালোবাসার মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে, নারীর কাছে তাঁর আত্মসম্মান যেকোনো পার্থিব সুখের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে নজরুলের এই বিদ্রোহী নারীসত্তাগুলোর প্রয়োজনীয়তা আরও প্রবলভাবে অনুভূত হয়। আজ যখন বিশ্বজুড়ে নারীর সম্মতি, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার বিষয়গুলো সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তখন নজরুলীয় দর্শনের সেই 'সত্য-সৌন্দর্য বাইরে নয়, ভিতরে' কথাটি আমাদের ধ্রুবতারার মতো পথ দেখায়। হেনার স্পষ্টবাদিতা এবং কাজরিয়ার আত্মমর্যাদাবোধ আজকের স্বাধীনচেতা নারীদের জন্য এক আদর্শ কাঠামো তৈরি করে দিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সময়ের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী এক সাহিত্যিক, যাঁর লেখনীতে নারী কোন নিষ্ক্রিয় সত্তা নয়, বরং এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। হেনা ও কাজরিয়ার মতো চরিত্ররা সাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে আজ সমাজের প্রতিটি কোণে সংগ্রামরত নারীর প্রতীক হয়ে উঠেছে। নজরুলের এই কালজয়ী নারীভাবনা কেবল বাংলা সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং তা এক শাশ্বত মানবিক মহিমায় সমাসীন হয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য এক শোষণমুক্ত ও সাম্যের পৃথিবীর স্বপ্ন জাগিয়ে রাখে।

তথ্যসূত্র

১। ইসলাম, কাজী নজরুল, 'গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ সংকলন', অক্ষর বিন্যাস, কলকাতা, বৈশাখ ১৪৩১, পৃ. ৩৩।
২। তদেব, পৃ. ৩৭।
৩। তদেব, পৃ. ৩৭।
৪। তদেব, পৃ. ৩৮।
৫। তদেব, পৃ. ৩৮।
৬। তদেব, পৃ. ৪৩।
৭। তদেব, পৃ. ৪৩।
৮। তদেব, পৃ. ৪৩।
৯। তদেব, পৃ. ৪৫।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431